বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রসঙ্গে

ড. প্রমথ মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০১৭১৭-৩৪২৬১০

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রসঙ্গে

সারসংক্ষেপ

ভাষা মাত্রই ব্যাকরণ নির্ভর। সংস্কৃত ও বাংলা এর ব্যতিক্রম নয়। সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম। উভয় ভাষার মধ্যে রয়েছে নাড়ির সম্বন্ধ। তাই ভাষা দুটো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ভাষার উদ্ভব স্তর– সংস্কৃত>প্রাকৃত>তদ্ভব বা বাংলা। যেমন– অদ্য>অজ্জ>আজ, কার্য>কজ্জ>কাজ ইত্যাদি। সে যাই হোক সংস্কৃত ভাষার বড় গুণ দানধর্ম। আর বাংলা ভাষার বড় গুণ গ্রহণধর্ম। বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অন্যকে (সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি) নিয়ে পথ চলা। যা অন্য ভাষায় বিরল। বাংলা ভাষার শব্দ গঠনে এখনও আমাদের সংস্কৃতের ওপর নির্ভর করতে হয়। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উভয় ভাষার (সংস্কৃত ও বাংলা) রূপতত্ত্বের প্রত্যয় প্রক্রিয়া। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়যোগে গঠিত অনেক শব্দ (বিভক্তি পরিহার করে বা না করে) বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়েছে। কীভাবে উক্ত প্রত্যয় ও প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়ে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করেছে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন ভাষা। ড. মুহম্মদ শহীদুলালাহ্-র মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা এসেছে। এ ভাষা সরাসরি প্রাকৃত থেকে জন্ম নিলেও সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অনেক উন্নত হয়েছে। সব ভাষার মতো এ দুটো ভাষায়ও রয়েছে ব্যাকরণের চারটি মৌলিক বিষয়। যথা– ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি রূপতত্ত্বের মধ্যে নিহিত। কারণ উভয় ভাষার শব্দ গঠনের (উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি) একটি অন্যতম প্রক্রিয়া প্রত্যয়। আধুনিক বাংলায় এটি অন্ত্যপ্রত্যয় নামে অভিহিত। (রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১৮ : ১৬৬) উভয় ভাষায় প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয় । তবে বাংলা ভাষায় শব্দ তৈরির যতগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের অবদান বিদ্যমান। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও সেটা পরিলক্ষিত। **পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর** তৃতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় (অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) পর্যন্ত সমস্ত প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। উভয় ভাষায় প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. কৃৎ প্রত্যয় ও ২. তদ্ধিত প্রত্যয়। (উভয় ক্ষেত্রে বিভাগ ও উপবিভাগে ব্যতিক্রমও আছে) অষ্টাধ্যায়ীর তৃতীয় অধ্যায়ের 'কৃদতিঙ্' ৩/১/৯৩ থেকে 'ক্তো ২ ধিকরণে চ ধ্রৌব্য-গতি-প্রত্যবসানার্থেভঃ' ৩/৪/৭৬ সূত্র পর্যন্ত কৃৎ-প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৮-২১৫) বাংলা ভাষার ব্যাকরণের কৃৎ-প্রত্যয়ের উপবিভাগে (কৃৎ>বাংলা কৃৎ, **সংস্কৃত কৃৎ**) যে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে তার অনেকটাই সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ থেকে আগত। (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২ : ৯৩-৯৫) এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে (অনট্>অন প্রভৃতি) তদ্রূপ উক্ত প্রত্যয় দ্বারা সাধিত শব্দেরও কিছু রূপান্তর (ব্যতিক্রমও আছে) [√নী + অনট্ = নী + অন>নে + অন = ন্ + অয় +অন = নয়ন, নয়ন + সুপ্ = নয়নম্>নয়ন (বাংলা রূপ), √ধৃ + তব্য = ধ্ + অর্ + তব্য = ধর্তব্য, ধর্তব্য

+ সুপ্ = ধর্তব্যঃ>ধর্তব্য (বাংলা রূপ) প্রভৃতি] ঘটে। এসব শব্দ মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণেই নির্মিত হয়েছে। বাংলায় এগুলি সংস্কৃত বিভক্তি পরিহার করে ব্যবহৃত। তবে ব্যতিক্রমও আছে অর্থাৎ গোটা শব্দরূপেই গৃহীত। ব্যুৎপত্তি জানার জন্য আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণেরই দ্বারস্থ হতে হয়। (রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১৬ : ১৭৬) আলোচ্য প্রবন্ধে সেটা আমরা বিস্তারিত অনুসন্ধানে তৎপর হব। বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষ আধিক্য থাকায় তা বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণেরই অংশ বলে বিবেচিত হয়। তাই এগুলির সাধন প্রক্রিয়া ভাল করে না বুঝলে নির্ভুলরূপে ভাষায় প্রয়োগ করা অসম্ভব। এ প্রয়াশ থেকেই আমার এ কাজে অবতীর্ণ হওয়া। আজ প্রমিত বাংলার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতের অবদান। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দুটি প্রণিধানযোগ্য :

> ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'Origin and Development of the Bengali Language'* গ্রন্থে বাংলা ভাষায় কোন শব্দের প্রভাব কতটুকু তার একটি শতকরা হিসাব দিয়েছেন। হারটি এরূপ–তৎসম ৪৪%, তদ্ভব ও দেশি ৫১.৪৫%, বিদেশি ৪.৫৫%। (ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, ২০১৭ : ১৯) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর *'ব্যাকরণ মঞ্জরী' গ্রন্থে বলেন* রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র বা জসীম উদ্‌দীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকদের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে শাব্দিক অনুপাত পাই তাকে মোটামুটি এইভাবে দেখানো যায়– তৎসম শব্দ ২৫%, অর্ধ-তৎসম ৫%, তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভব) ৬০%, বিদেশী ৮%, দেশি ২%। (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ২০০৩ : উপক্রমণিকা)

উক্ত হিসাব থেকে আমরা বলতে পারি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সংস্কৃতের অবদান অনস্বীকার্য। আজ আমাদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবমূল্যায়ন (ভুল বানান লেখা, ভুল উচ্চারণ করা, অর্থ বিকৃত করা প্রভৃতি) দেখেই এ প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ হই। প্রবন্ধে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় থেকে আগত প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি তথা বনানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ কীভাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে প্রয়োগ হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ

ঋদোরপ্ [পাণিনি (পা.) ৩/৩/৫৭], এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬)। সংস্কৃতে প্রতি পূবর্ক ই–ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে 'প্রত্যয়ঃ' (প্রতি-√ই + অচ্ = প্রত্যয়, প্রত্যয় + সুপ্ = প্রত্যয়ঃ>প্রত্যয়) শব্দটি গঠিত হয়েছে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৮১) ই-ধাতুর অর্থ যাওয়া কিন্তু 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণের ভাষায় প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) অর্থাৎ, শব্দ ও ধাতুর পরে যুক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ।' অর্থাৎ, যা পরে যুক্ত হয় তাই প্রত্যয়। (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১ : ১২২) আর ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'প্রকৃতেঃ পরঃ প্রত্যয়ো বেদিতব্যঃ'। প্রত্যয়ঃ (পা.৩/১/১), পরশ্চ (পা.৩/১/২)। অর্থাৎ, যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যয় (Suffix) বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ১১২) যেমন–

বিভক্তি : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয়)

কৃৎ-প্রত্যয় : √গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ)

তদ্ধিত-প্রত্যয় : দশরথ+ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (দশরথস্য অপত্যং পুমান্)>দাশরথি (বাংলা রূপ)

[রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন]

স্ত্রী-প্রত্যয় : দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী (দেবতা)

ধাত্বয়ব : √পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)

√পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিসতি (পড়তে চায়)

√পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (পুনঃ পুনঃ পাঠ করে)

এখানে বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায়। তাই এগুলি প্রত্যয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১. **কৃৎ**
২. তদ্ধিত

তবে এর বাইরে আরো তিন প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা–

১. বিভক্তি
২. স্ত্রী-প্রত্যয় ও
৩. ধাত্বয়ব

বিভাগটি গ্রাফে প্রদর্শিত হলো :

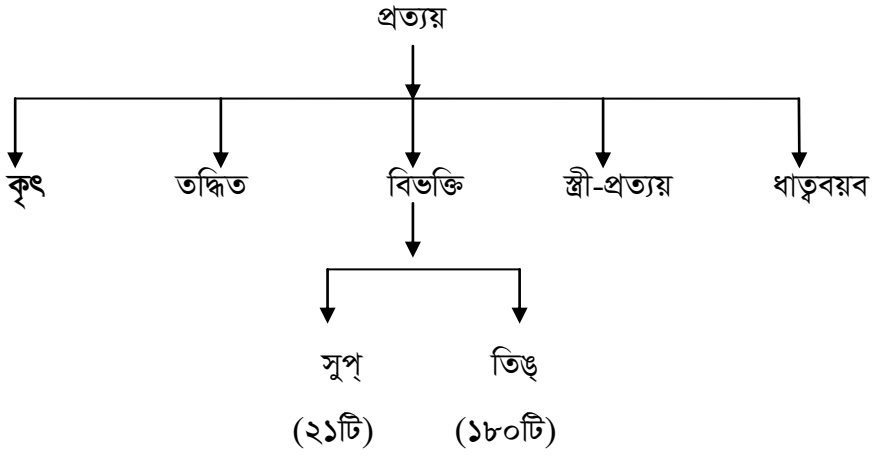

সারণি ১

১. বিভক্তি (বি-√ভজ্ + ক্তি = বিভক্তি Suffixes) : বিভক্তিশ্চ [পা. ১/৪/১০৪]।

সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। যার দ্বারা সংখ্যা ও কারক বোঝায় তাকে বিভক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর তিঙ্ (তি, তস্ প্রভৃতি) ও প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু,ঔ প্রভৃতি) যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ৬১) যেমন–

তিঙ্ : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)
সুপ্ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (মানুষটি)>নর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ' ধাতুর উত্তর তি এবং 'নর' প্রাতিপদিকের উত্তর সু (ঃ) যুক্ত হয়েছে। এগুলি বিভক্তি।

২. কৃৎ-প্রত্যয় (√কৃ + ক্বিপ্ = কৃৎ Primary Suffixes) : ক) ধাতোঃ (পা. ৩/১/৯১)।, খ) কৃদতিঙ্ (পা. ৩/১ /৯৩)। ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৮) যেমন–

√গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'গম্' ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন তব্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এটি কৃৎ-প্রত্যয়।

৩. তদ্ধিত-প্রত্যয় (তৎ + হিত = তদ্ধিত Secondary Suffixes) : তদ্ধিতাঃ (পা. ৪/১/৭৬)।

পাণিনীয় 'তস্মৈ হিতম্' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যেসব প্রত্যয় হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৫) অন্যভাবে বলা যায়– তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যো) হিতাঃ প্রত্যায়াঃ উচ্যন্তে। অর্থাৎ, শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ঠ অনুসারে প্রযুক্ত হয় তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। (ড়. বিশ্বরূপ সাহা, ১৯৯৭ : ৬৩৯) রূপান্তর, তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতাঃ। অর্থাৎ, শব্দের উত্তর যে সকল প্রসিদ্ধ প্রত্যয় প্রয়োগ হয় তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। (ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ২০০৩ : ৫২৬) যেমন–

সর্বজন + খ (ঈন) = সর্বজনীন, সর্বজনীন + সুপ্ = সর্বজনীনঃ>সর্বজনীন (বাংলা রূপ) [সর্বজনেভ্যো হিতঃ]
দশরথ + ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (রামচন্দ্র, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন)>দাশরথি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে সর্বজন, দশরথ প্রাতিপদিকের উত্তর যথাক্রমে খ (ঈন) এবং ইঞ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি তদ্ধিত-প্রত্যয়।

৪. স্ত্রী-প্রত্যয় (Feminine Suffixes) : স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪ / ১ / ৩)।

স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ২২২) যেমন–

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল)>অজা (বাংলা রূপ)
দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী (দেবতা)>দেবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে অজ, দেব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি স্ত্রী-প্রত্যয়।

৫. ধাত্ববয়ব (ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব Parts of root) : যেসব প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব স্বরূপ সেসব প্রত্যয় হচ্ছে ধাত্ববয়ব। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন–

ধাতু : √পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)
√পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিসতি (পড়তে চায়)
√পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (বার বার পড়ে)

প্রাতিপদিক : আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + কাম্য + লট্-তি = পুত্রকাম্যতি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)
আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + ক্যচ্ + লট্-তি = পুত্রীয়তি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)

এখানে 'পঠ্' ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং 'পুত্র' প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি ধাত্ববয়ব।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ আর বাংলায় প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ মূলত একই। তবে বিভাগ ও উপবিভাগে কিছু পার্থক্য থাকায় বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

সুকুমার সেন তাঁর *'ভাষার ইতিবৃত্ত'* গন্থে বলেছেন প্রত্যয় দুই শ্রেণির। (সুকুমার সেন, ২০১৫ : ২৫৪) মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁদের *'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে* বলেছেন প্রত্যয় সাধারণত দুই প্রকার। (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২ : ৯১–১০৩) যথা–

১. কৃৎ-প্রত্যয় [ক্রিয়াধাতুতে যুক্ত হয়]

কৃৎ-প্রত্যয় আবার দুপ্রকার। (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২ : তদেব) যথা–

ক) বাংলা কৃৎ ও
খ) **সংস্কৃত কৃৎ**

২. তদ্ধিত-প্রত্যয় [শব্দে যুক্ত হয়]

তদ্ধিত-প্রত্যয় আবার তিন প্রকার। (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২ : তদেব) যথা–

ক) বাংলা তদ্ধিত
খ) সংস্কৃত তদ্ধিত ও
গ) বিদেশি তদ্ধিত

বিভাগটি গ্রাফে প্রদর্শিত হলো :

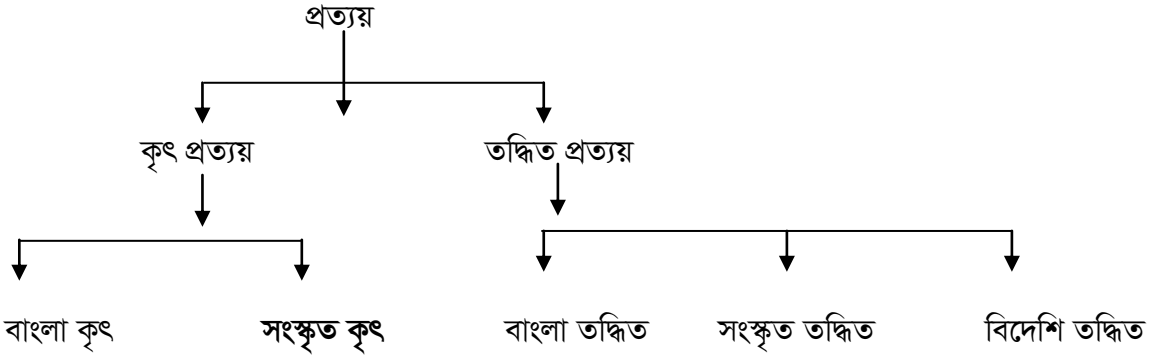

সারণি ২

উল্লিখিত উভয় বিভাগ ও উপবিভাগের **"সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়"** কীভাবে বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ হয়েছে তা অনুসন্ধানে আমরা তৎপর হব।

এক নজরে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ

সংস্কৃত ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তি জাত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই (অদৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) সাধারণত বাংলা ব্যাকরণের মূল শব্দ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রথমা রূপটি (দৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) তার বিভক্তি পরিহার করে বাংলায় প্রয়োগ হয়। যেমন–

সংস্কৃত গুণিন্ শব্দের প্রথমার একবচন গুণিন্ + সুপ্ = 'গুণী' যা বাংলারও রূপ প্রভৃতি।

তাই সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এক নজরে প্রদর্শিত হলো :

	সংস্কৃত	বাংলা
কৃৎ-প্রত্যয় : √নী + অনট্ = নী + অন>নে + অন = ন্ + অয় +অন = নয়ন, নয়ন + সুপ্ = নয়নম্>নয়ন (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।		

এখানে দৃশ্যমান বিভক্তিরূপ 'নয়নম্' বিভক্তি (সুপ্>অম্) পরিহার করে 'নয়ন' রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে যা সহায়ক

সংস্কৃতে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর স্বকীয় স্বরধ্বনির বহু পরিবর্তন হয়। (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯ : ১৪০) এতে ধাতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয় [√হৃ (চুরি করা) + ঘঞ্ (অ) = হার (মালা, পড়াজয়), আ-√হৃ + ঘঞ্ = আহার (খাওয়া) কিন্তু বি-√বহ্ (বহন করা) + ঘঞ্ = বিবাহ (পরিণয়, বিয়ে) প্রভৃতি]। প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণ (ইৎ বর্ণ) যুক্ত থাকার জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৩৮০ : ১৩৮) তবে এরূপ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, গুণ, সম্প্রসারণ পরিভাষার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তাই প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে যেসব বিষয় সহায়ক সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রকৃতি (Base) : মূল শব্দকে (ক্রিয়াবাচক, বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক) প্রকৃতি বলে। যেমন–

ক্রিয়াবাচক : ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

বস্তুবাচক : সূর্য
তরু
জল ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর
মন্দ
পুরাণ ইত্যাদি।

এখানে ভূ, সূর্য, সুন্দর প্রভৃতি মূল শব্দ। তাই এগুলি প্রকৃতি।

প্রকৃতি দুপ্রকার। যথা–

১. ধাতু (Verbal root) : ভূবাদয়ো ধাতবঃ (পা. ১/৩/১)।, ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.) : ক্রিয়াবাচিনো ভ্বাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

ভূপ্রভৃতয়ো বাসদৃশ্য যে তে ধাতুসংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। অর্থাৎ, ভূ (হওয়া) প্রভৃতি বা (প্রবাহিত হওয়া) সদৃশ যে শব্দস্বরূপ তাদের ধাতু বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়– ক্রিয়াবাচক ভূ (হওয়া) প্রভৃতি প্রকৃতির ধাতু সংজ্ঞা হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৮) যেমন–

ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ', 'গম্' প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক। তাই এগুলি ধাতু।

২. প্রাতিপদিক (প্রতিপদ + ঠক্ = প্রাতিপদিক Nominal base) : অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (পা. ১/২/৪৫)।

প্রতিপদং গৃহ্যতি যৎ তৎ প্রাতিপদিকম্। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি পদ সিদ্ধির জন্য বিভক্তি প্রয়োগের পূর্বের মূল শব্দটি প্রাতিপদিক। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট বিভক্তিহীন শব্দকে (বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক) প্রাতিপদিক বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ২২) যেমন–

বস্তুবাচক : সূর্য
তরু
জল ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর
মন্দ
পুরাণ ইত্যাদি।

এখানে 'সূর্য', 'সুন্দর' প্রভৃতি যথাক্রমে বস্তুবাচক ও বস্তুর বিশেষণবাচক শব্দ । তাই এগুলি প্রাতিপদিক।

প্রকৃতির স্বরগত পরিবর্তন : প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির স্বরগত কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির নাম বৃদ্ধি, গুণ ও সম্প্রসারণ। এই তিনটিকে একত্রে 'অপশ্রুতি' (ধ্বনির ক্রমানুসারে পরিবর্তন) বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

১. বৃদ্ধি : বৃদ্ধিরাদৈচ্ (পা. ১/১/১)।, দী. : আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞ স্যাৎ। [বৃদ্ধিঃ + আৎ + ঐচ্, ঐচ্ = ঐ, ঔ]

আ-কার, ঐ-কার এবং ঔ-কার বৃদ্ধি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– বৃদ্ধি হচ্ছে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম। (পাণিনি, ২০১২ : ১) যেখানে–

অ>আ
ই ঈ এ>ঐ
উ ঊ ও>ঔ
ঋ ৠ>আর্
ঌ>আল্ হয়। যেমন–

শরীর + ঠক = শারীরিক (ত্রি./বি-ণ)>শারীরিক (বাংলা রূপ)
বিধি + অণ্ = বৈধ (ত্রি./বি-ণ)>বৈধ (বাংলা রূপ)
নীতি + ঠক = নৈতিক (ত্রি./বি-ণ)>নৈতিক (বাংলা রূপ)
জন + একঃ (সুপ্) = জনৈকঃ>জনৈক (বাংলা রূপ)
উদার + যঞ্ = ঔদার্য, ঔদার্য + সুপ্ = ঔদার্যম্>ঔদার্য (বাংলা রূপ)
প্রো + ঊঢ়ঃ (সুপ্) = প্রৌঢ়ঃ>প্রৌঢ় (বাংলা রূপ)
বন + ওষধিঃ (সুপ্) = বনৌষধিঃ>বনৌষধি (বাংলা রূপ)
শীত + ঋতঃ (সুপ্) = শীতার্তঃ (শীত + আর্ তঃ)>শীতার্ত (বাংলা রূপ)
বি-√স্তৃ + ঘঞ্ (সুপ্) = বিস্তারঃ>বিস্তার (বাংলা রূপ)
হোতৃ + ঌকারঃ (সুপ্) = হোতৃঌকারঃ পক্ষে হোত্ঌকারঃ (বাংলায় প্রযোজ্য নয়)
[হোতৃ = পুরোহিত, ঋগ্বেদজ্ঞ]

উল্লেখ্য, হোত্ঌকারঃ-এর ক্ষেত্রে 'ঋতি সবর্ণে ঋ বা (বার্ত্তিক), ঌতি সবর্ণে ঌ বা (বার্ত্তিক)' –এই বার্ত্তিক সূত্রদ্বয় দ্বারা একবার ঋ-কার (ৃ) এবং একবার ঌ-কার হতে পারে। যেমন– হোতৃ + কার = হোতৃকারঃ, হোত্ঌকারঃ।

এখানে অ>আ, ই ঈ এ>ঐ প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি বৃদ্ধি।

উল্লেখ্য, সন্ধি ও তদ্ধিতে মূলত বৃদ্ধির কার্য হয়।

২. গুণ : অদেঙ্ গুণঃ (পা. ১/১/২) ।, দী. : অদেঙ্ চ গুণসংজ্ঞ স্যাৎ। [অৎ + এঙ্, এঙ্ = এ, ও]

অ-কার, এ-কার এবং ও-কার গুণ সংজ্ঞপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– গুণও স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম। (পাণিনি, ২০১২ : ১) যেখানে–

ই ঈ>এ
উ ঊ>ও
ঋ ৠ>অর্
ঌ>অল্ হয়। যেমন–

দেব + ইন্দ্রঃ (সুপ্) = দেবেন্দ্রঃ>দেবেন্দ্র (বাংলা রূপ)
মহা + ঈশঃ (সুপ্) = মহেশঃ>মহেশ (বাংলা রূপ)
সূর্য + উদয়ঃ (সুপ্) = সূর্যোদয়ঃ>সূর্যোদয় (বাংলা রূপ)
গঙ্গা + ঊর্মিঃ (সুপ্) = গঙ্গোর্মিঃ>গঙ্গোর্মি (বাংলা রূপ)
দেব + ঋষিঃ (সুপ্) = দেবর্ষিঃ (দেব + অর্ ষিঃ)>দেবর্ষি (বাংলা রূপ)
বি-√স্তৃ + অপঃ (সুপ্) = বিস্তরঃ>বিস্তর (বাংলা রূপ)
তব + ঌকারঃ (সুপ্) = তবল্কারঃ [ঌ>ল্]>তবল্কার (বাংলা রূপ)

এখানে ই ঈ>এ, উ ঊ>ও প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি গুণ।

উল্লেখ্য, সন্ধি ও কৃতে মূলত গুণের কার্য হয়।

৩. সম্প্রসারণ (Expansion) : ইগ্‌ষণঃ সম্প্রসারণম্ (পা. ১/১/৪৫)। [ইক্ + ষণঃ, ইক্ = ই, উ, ঋ, ঌ]
য্ ব্ র্ ল্ স্থানে ই উ ঋ ঌ হলে সম্প্রসারণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়– সম্প্রসারণ হচ্ছে অন্তঃস্থবর্ণের (য্ ব্ র্ ল্) পরিবর্তন। (পাণিনি, ২০১২ : ৮) যেখানে–

য্>ই
ব্>উ
র্>ঋ
ল্>ঌ হয়। যেমন–
যা>ইয়া/যু>ইউ
ত্বম্>তুয়ম্/√বচ্ + লিট্-অ (ণল্) = উবাচ ইত্যাদি।

এখানে য>ই, ব্>উ প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি সম্প্রসারণ।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–

১. টি : অচোঽ ন্ত্যাদি টি (পা. ১/১/৬৪)। [অচঃ + অন্ত্য + আদি, অচ্ = অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ]

শব্দের অন্ত্য স্বর অথবা অন্ত্য স্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণসমূহকে 'টি' বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ১১) যেমন–

শক = শ্ + অ + ক্ +**অ**
কুল = ক্ + উ + ল্ + **অ**
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + **অ + স্**
পতৎ = প্ + অ + ত্ + **অ + ৎ ইত্যাদি।**

এখানে শব্দগুলির দাগাঙ্কিত বর্ণ বা বর্ণসমূহ টি।

২. উপধা : অলোঽ ন্ত্যাৎপূর্ব উপধা (পা. ১ / ১ / ৬৫)। [অলঃ + অন্ত্যাৎ, অল্ = সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ]

শব্দের অন্ত্যবর্ণের ঠিক পূর্ব বর্ণকে (অল্) 'উপধা' বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ১২) যেমন–

শক = শ্ + অ + ক্ +**অ**
কুল = ক্ + উ + ল্ + **অ**
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + **অ** + স্
পতৎ = প্ + অ + ত্ + **অ** + ৎ ইত্যাদি।

এখানে শব্দগুলির দাগাঙ্কিত বর্ণ উপধা।

৩. লঘু (Short) :হ্রস্বং লঘু (পা. ১/৪/১০)।

হ্রস্বস্বরকে লঘু বলা হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ৪৫) যেমন–

অ ই উ ঋ ঌ

উল্লেখ্য, স্বরধ্বনির লঘু স্বর পাঁচটি।

লক্ষণীয় যে,হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণও লঘু হয়। যেমন–

ক (ক্ + অ), খি (খ্ + ই) ইত্যাদি।

৪. ইৎ (ই + ক্বিপ = **ইৎ** Indicatory letter) : 'উপদেশেঽ জনুনাসিক ইৎ' (পা. ১/৩/২) – 'তস্য লোপঃ' (পা. ১/৩/৯)।

কস্মৈচিৎ কার্যায়োচ্চর্যমাণো বর্ণ ইৎসংজ্ঞো ভবতি। ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ কার্যের জন্য প্রাতিপদিক, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, আগম. আদেশ প্রভৃতির অঙ্গরূপে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে ইৎ বলে। সংক্ষেপে বলা যায়– প্রত্যয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু বর্ণ থাকে। উক্ত প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রত্যয়ের বাড়তি অংশ যা লোপ পায় তাকে ইৎ বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ২৮–২৯) যেমন–

√গম্ + ক্ত = গম্ + ত = গত, গত + সুপ্ = গতঃ>গত (বাংলা রূপ)
কুশল + অণ্ = কৌশল, কৌশল + সুপ্ = কৌশলম্>কৌশল (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ক্ত' ও 'অণ্' প্রত্যয়ের যথাক্রমে 'ক্' ও 'ণ্' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ ইৎ হয়েছে। এই 'ক্' ও 'ণ্' বলে দিচ্ছে গম্ ও কুশল-এর যথাক্রমে ম্ লোপ হবে এবং আদ্যস্বর 'কু'-এর বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ 'কু'>কৌ হবে। উল্লেখ্য, এই উদাহরণদ্বয় থেকে প্রমাণিত প্রত্যয় নিরর্থক নয়। অর্থাৎ প্রত্যয়েরও অর্থ আছে।

৫. অপৃক্ত (অমিশ্রিত) : একস্বরবিশিষ্ট ইৎহীন প্রত্যয়কে অপৃক্ত বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ২১–২২) যেমন–

র = √নম্ + র = নম্র, নম্র + সুপ্ = নম্রঃ>নম্র (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'র' একস্বরবিশিষ্ট ইৎহীন প্রত্যয়। এটি অপৃক্ত।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয় (Primary Suffixes) : কৃৎ-এর ব্যুৎপত্তি হলো √কৃ + ক্বিপ্ = কৃৎ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'করে যে'(doer)। যা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিক বা ধাতুতে পরিণত করে তাই কৃৎ (ধাতুজ-শব্দগঠক)। (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১ : ১২২) ধাতোঃ (পা.৩/১/৯১), কৃদতিঙ্ (পা.৩/১/৯৩) [কৃৎ + অতিঙ্ (ন তিঙ্)]। অর্থাৎ ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৮) যেমন–

√গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য+ সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, 'কর্তরি কৃৎ' (পা. ৩/৪/৬৭) সুত্রানুসারে সাধারণত কর্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়। তবে কৃত্য প্রত্যয় তব্য, অনীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে [তয়োরেব কৃত্যক্তখলর্থাঃ (পা. ৩/১৪/৭০)।, তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।; বসেস্তব্যৎ কর্তরি ণিচ্চ (বার্ত্তিক/বা)।, কেলিমর উপসংখ্যানম্ (বা)।] ব্যতিক্রম আছে।

কৃৎ প্রত্যয়ের বিভাগ

পাণিনীয় মতে, কৃৎ-প্রত্যয়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১.কৃত্য-প্রত্যয় : তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ প্রভৃতি।
২.পূর্ব কৃৎ-প্রত্যয় : ক্ত,তৃচ্, ণ্বুল্, ণিনি, শানচ্ প্রভৃতি।
৩.উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় : ক্তি, অল্, ঘঞ্ প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় প্রয়োগকৃত সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

পাণিনীয় মূল প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠনের সময় সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে মূল প্রত্যয়ের কিছু অংশ ইৎ যায় (ব্যতিক্রমও আছে)। অর্থাৎ পুরোটা ব্যবহৃত না হয়ে যতটুকু কার্যকরী সেটুকু ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে বিষয়টি ছকে প্রদর্শিত হলো :

ক্রমিক নং	পাণিনীয় মূল প্রত্যয়	সংস্কৃত/বাংলা ব্যবহৃত অংশ
১	অল্(অপ্, অচ্)	অ
২	ঘঞ্	অ
৩	ণ্বুল্	অক
৪	অনট্	অন
৫	অনীয়র্	অনীয়
৬	ণিনি>ণিন্	ইন্
৭	ইষ্ণুচ্	ইষ্ণু
৮	উকঞ্/ঊকঞ্	উক/ঊক
৯	ক্ত	ত
১০	তব্যৎ/তব্য	তব্য
১১	তৃচ্	তা
১২	ক্তিন্	তি
১৩	শানচ্	আন>মান
১৪	ণ্যৎ/ঘ্যণ্	য
১৫	যৎ	য
১৬	র	র
১৭	বরচ্	বর

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন>উক্ত শব্দ বাংলায় প্রয়োগ

সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য কৃৎ-প্রত্যয় রয়েছে। সেসবের মধ্যে যেসব সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলা ভাষায় অধিক প্রচলিত তাই বর্তমান প্রবন্ধের অলোচ্য বিষয়। সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী নির্মিত হলেও বাংলায় সামান্য পরিবর্তন (সংস্কৃত বিভক্তি পরিহার করে বা না করে) হয়ে গোটা শব্দরূপেই গৃহীত হয়েছে। তাই বাংলায় ঐসব প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানার জন্য আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণেরই সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়। নিম্নে বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যযান্ত শব্দের সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোকেই প্রদত্ত হলো :

১। ক) ঋদোরপ্ (পা. ৩/৩/৫৭)।, খ) এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬)।

অল্ (অপ্,অচ্) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে অল্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় অল্ প্রত্যয়ের 'ল্' ইৎ হয় এবং 'অ' (/= য়) থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৮১) যেমন–

√জি + অল্ = জয়, জয় + সুপ্ = জয়ঃ>জয় (বাংলা রূপ)
বি-√ নী + অল্ = বিনয়, বিনয় + সুপ্ = বিনয়ঃ>বিনয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, হন্ ধাতুর সাথে অল্ প্রত্যয় যুক্ত হলে হন্>বধ্ হয়। যেমন–

√হন্ (বধ্) + অল্ = বধ, বধ + সুপ্ = বধঃ>বধ (বাংলা রূপ)

২। ভাবে (পা. ৩/৩/১৮)।

ঘঞ্ প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ঘঞ্ প্রত্যয়ের 'ঘ্' ও 'ঞ্' ইৎ হয় 'অ' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৭৪) যেমন–

√যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ, যোগ + সুপ্ = যোগঃ>যোগ (বাংলা রূপ) [জ্ স্থলে গ্]
বি-√বহ্ + ঘঞ্ = বিবাহ, বিবাহ + সুপ্ = বিবাহঃ>বিবাহ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ হলে ধাতুর অন্তস্থিত বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের (চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্) স্থলে প্রথম বর্ণ (ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্) হয়। যেমন–

√পচ্ + ঘঞ্ = পাক, পাক + সুপ্ = পাকঃ>পাক (বাংলা রূপ)
√ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ, ত্যাগ + সুপ্ = ত্যাগঃ>ত্যাগ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুলিঙ্গ।

৩। ক) ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩)।, খ) কর্তরি কৃৎ (পা. ৩/৪/৬৭)।

ণ্বুল্ (ণক>অক) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ণক প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ণক প্রত্যয়ের 'ণ্' ইৎ হয় এবং 'অক' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৩৫, ২১৩) যেমন–

√পঠ্ + ণক = পাঠ্ + অক = পাঠক, পাঠক + সুপ্ = পাঠকঃ>পাঠক (বাংলা রূপ) [বৃদ্ধি সূত্র]
√নী + ণক = নৈ + অক = ন্ + আয় + অক = নায়ক, নায়ক + সুপ্ = নাযকঃ>নায়ক (বাংলা রূপ) [বৃদ্ধি ও সন্ধিসূত্র] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ণক প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ণক প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত (ণিচ্ + অন্ত) ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন–

√পূজ্ + ণিচ্ = √পূজি + ণক = পূজ্ + অক = পূজক, পূজক + সুপ্ = পূজকঃ>পূজক (বাংলা রূপ)
√জন্ + ণিচ্ = √জনি + ণক = জন্ + অক = জনক, জনক + সুপ্ = জনকঃ>জনক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়্' হয়। যেমন–

√দা + ণক = দা + অক = দা + য়্ + অক = দায়ক, দায়ক + সুপ্ = দায়কঃ>দায়ক (বাংলা রূপ)
বি-√ধা + ণক = বি-ধা + অক = বি-ধা + য়্ + অক = বিধায়ক, বিধায়ক + সুপ্ = বিধায়কঃ >বিধায়ক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৪। ল্যুট্ চ (পা. ৩/৩/১১৫)।

ল্যুট্ (>অনট্) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে অনট্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় অনট্ প্রত্যয়ের 'ট্' ইৎ হয় 'অন' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৯১) যেমন–

√নী + অনট্ = নী + অন>নে + অন = ন্ + অয় + অন = নয়ন, নযন + সুপ্ = নয়নম্>নয়ন (বাংলা রূপ) [গুণ ও সন্ধিসূত্র]
√শ্রু + অনট্ = শ্রু + অন = শ্র্ (অ) + উ>ব্ + অন = শ্রবণ, শ্রবণ + সুপ্ = শ্রবণম্>শ্রবণ (বাংলা রূপ) [সন্ধি ও ণত্ববিধান] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

৫। তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।

তব্য প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে তব্য প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৮) যেমন–

√কৃ + তব্য = ক্ + অর্ + তব্য = কর্তব্য, কর্তব্য + সুপ্ = কর্তব্যঃ>কর্তব্য (বাংলা রূপ) [গুণ সূত্র]
√পঠ্ + তব্য = পঠ্ + (= অ>ই) + তব্য = পঠিতব্য, পঠিতব্য + সুপ্ = পঠিতব্যঃ>পঠিতব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৬. তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।

অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে অনীয় প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৮) যেমন–

√দৃশ্ + অনীয়= দ্ + অর্ + শ্ + অনীয়= দর্শনীয়,দর্শনীয় + সুপ্ = দর্শনীয়ঃ>দর্শনীয় (বাংলা রূপ) [গুণ সূত্র]
√শ্রু + অনীয় = শ্র (অ) + উ>ব্ + অনীয় = শ্রবণীয়, শ্রবণীয় + সুপ্ = শ্রবণীয়ঃ>শ্রবণীয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৭। ক) নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (পা. ৩/১/১৩৪)।, খ) সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছিল্যে (পা. ৩/২/৭৮)।

ণিন্ প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ণিন্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ণিন্ প্রত্যয়ের 'ণ্' ইৎ হয় এবং'ইন্' থাকে। 'ইন্' স্থলে আবার 'ঈ' হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৩৫ ও ১৫৩) যেমন–

√দ্রুহ্ + ণিন্ = দ্রোহিন্, দ্রোহিন্ + সুপ্ = দ্রোহী>দ্রোহী (দ্রুহ্ + ইন্ = দ্রুহ্ + ঈ) (বাংলা রূপ)
সত্য-√বদ্ + ণিন্ = সত্যবাদিন্ ,সত্যবাদিন্ + সুপ্ = সত্যবাদী>সত্যবাদী (সত্য-বদ্ + ইন্ = সত্য-বদ্ + ঈ) [বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, হন্ ধাতুর সাথে ণিন্ প্রত্যয় যুক্ত হলে হন্>ঘাত হয়। যেমন–
আত্ম-√হন্ (ঘাত) + ণিন = আত্মঘাতিন্, আত্মঘাতিন্ + সুপ্ = আত্মঘাতী>আত্মঘাতী (বাংলা রূপ)

৮। ইন্ প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ইন্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ইন্ প্রত্যয়ের 'ইন্' স্থলে 'ঈ' হয়। যেমন–

√শ্রম্ + ইন্ = শ্রমিন্, শ্রমিন্ + সুপ্ = শ্রমী>শ্রমী (শ্রম্ + ঈ) (বাংলা রূপ)
পরি-√ শ্রম্ + ইন্ = পরিশ্রমিন্, পরিশ্রমিন্ + সুপ্ = পরিশ্রমী>পরিশ্রমী (পরি-শ্রম্ + ঈ) [বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় বিশেষ কৃৎ-প্রত্যয়

৯। অলংকৃঞ্-নিরাকৃঞ্-প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদ-রুচ্যপত্রপ-বৃতু-বৃধু-সহ-চর-ঈষ্ণুচ্ (পা. ৩/২/১৩৬)।

ইষ্ণুচ্ (ইষ্ণু) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ইষ্ণু প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ইষ্ণু প্রত্যয়ই হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৬২) যেমন–

√ক্ষয় + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু + সুপ্ = ক্ষয়িষ্ণুঃ>ক্ষয়িষ্ণু (বাংলা রূপ)
√বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু + সুপ্ = বর্ধিষ্ণুঃ>বর্ধিষ্ণু (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১০। জাগরূকঃ (পা. ৩/২/১৬৫)।

উক/ঊক প্রত্যয় : ধাতুর সাথে উক/ঊক প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করার সময় উক/ঊক প্রত্যয়ই হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৬৭) যেমন–

√ভু + উক = ভৌ + উক = ভাবুক, ভাবুক + সুপ্ = ভাবুকঃ>ভাবুক (বাংলা রূপ)
√জাগৃ + ঊক = জাগ্ + অর্+ ঊক = জাগরূক, জাগরূক + সুপ্ = জাগরূকঃ>জাগরূক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১১। ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা (পা. ১/১/২৬)।

ক্ত প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ক্ত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ক্ত প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ হয় 'ত' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ৫) যেমন–

√জ্ঞা + ক্ত = জ্ঞা + ত = জ্ঞাত, জ্ঞাত + সুপ্ = জ্ঞাতঃ>জ্ঞাত (বাংলা রূপ)
√খ্যা + ক্ত = খ্যা + ত = খ্যাত, খ্যাত + সুপ্ = খ্যাতঃ>খ্যাত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্ত প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্তস্বর(ৃ = অ) 'ই' কার হয়। যেমন–

√পঠ্ + ক্ত = পঠ্ + ই + ত = পঠিত, পঠিত + সুপ্ = পঠিতঃ>পঠিত (বাংলা রূপ)
√লিখ্ + ক্ত = লিখ্ + ই + ত = লিখিত, লিখিত + সুপ্ = লিখিতঃ>লিখিত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর অন্তঃস্থিত 'চ্' ও 'জ্' স্থলে 'ক্' হয়। যেমন–

√মুচ্ + ক্ত = মু + চ্>ক্ + ত = মুক্ত, মুক্ত + সুপ্ = মুক্তঃ>মুক্ত (বাংলা রূপ)
√ভুজ্ + ক্ত = ভু + জ্>ক্ + ত = ভুক্ত, ভুক্ত + সুপ্ = ভুক্তঃ>ভুক্ত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(গ) ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে উল্লিখিত পরিবর্তন ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ পরিবর্তন হয় । যেমন–

√স্বপ্ + ক্ত = স্ব>সু + প্ + ত = সুপ্ত, সুপ্ত + সুপ্ = সুপ্তঃ>সুপ্ত (বাংলা রূপ) [সন্ধি সূত্রে ব = উ]
√বচ্ + ক্ত = ব>উ + চ্ > ক্ + ত = উক্ত, উক্ত + সুপ্ = উক্তঃ>উক্ত (বাংলা রূপ) [সন্ধিসূত্রে ব = উ]
√হন্ + ক্ত = হন্ + ন্>ইৎ + ত = হত, হত + সুপ্ = হতঃ>হত (বাংলা রূপ)
√বপ্ + ক্ত = ব>উ + প্ + ত = উপ্ত, উপ্ত + সুপ্ = উপ্তঃ>উপ্ত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১২। ক) ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩)।, খ) যুবোরনাকৌ (পা. ৭/১/১)।

তৃচ্-প্রত্যয় : ধাতুর সাথে তৃচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় তৃচ্ প্রত্যয়ের 'চ্' ইৎ হয় এবং 'তৃ' স্থলে 'তা' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৩৫ ও ৫৪২) যেমন–

√মা + তৃচ্ = মাতৃ, মাতৃ + সুপ্ = মাতা>মাতা (মা + তৃ = মা + তা) (বাংলা রূপ)
√ক্রী + তৃচ = ক্রেতৃ, ক্রেতৃ + সুপ্ = ক্রেতা>ক্রেতা (ক্রে + তৃ = ক্রে + তা) [বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, তৃচ্ প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিত শব্দটি গঠিত হয়।

√যুধ্ + তৃচ্ = যোদ্ধৃ, যোদ্ধৃ + সুপ্ = যোদ্ধা>যোদ্ধা (যোধ্ + তৃ = যোধ্ + তা = যোধ্ + দা) [বাংলা রূপ]

১৩। ক) স্ত্রিয়াং ক্তিন্ (পা. ৩/৩/৯৪)।, খ) উদিতো বা (পা. ৭/২/৫৬)।

ক্তি প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ক্তি প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ক্তি প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ হয় 'তি' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৮৭ ও ৫৬৯) যেমন–

√গম্ + ক্তি = গ + ম্>ইৎ + তি = গতি, গতি + সুপ্ = গতিঃ>গতি (বাংলা রূপ)
প্র-√গম্ + ক্তি = প্র-গ + ম্>ইৎ + তি = প্রগতি, প্রগতি + সুপ্ = প্রগতিঃ>প্রগতি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্তি প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ক্তি প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যেমন–

√মন্ + ক্তি = ম + ন্>ইৎ + তি = মতি, মতি + সুপ্ = মতিঃ>মতি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(খ) কোনো কোনো ধাতুর উপাধা (অন্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ) অ-কারের বৃদ্ধি (আ) হয়। যেমন-

√শম্ + ক্তি = শ + ম্>ন্ + তি = শান্তি, শান্তি + সুপ্ = শান্তিঃ>শান্তি (বাংলা রূপ) [বৃদ্ধি ও সন্ধি সূত্র] ইত্যাদি।

(গ) কোনো কোনো ধাতুর 'চ্' এবং 'জ্' স্থলে 'ক্' হয়। যেমন–

√বচ্ + ক্তি = ব>উ + চ্>ক্ + তি = উক্তি, উক্তি + সুপ্ = উক্তিঃ>উক্তি (বাংলা রূপ) [সন্ধিসূত্রে ব = উ]
√ভজ্ + ক্তি = ভ + জ্>ক্ + তি = ভক্তি, ভক্তি + সুপ্ = ভক্তিঃ>ভক্তি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ :

√গৈ + ক্তি = গ্ + ঐ>ঈ + তি = গীতি, গীতি + সুপ্ = গতিঃ>গীতি (বাংলা রূপ)
√বুধ্ + ক্তি = বুধ্ + তি>দি = বুদ্ধি, বুদ্ধি + সুপ্ = বুদ্ধিঃ>বুদ্ধি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৪। লটঃ শতৃশানচাব প্রথমাসমানাধিকরণে (পা. ৩/২/১২৪)।

শানচ্ প্রত্যয় : ধাতুর সাথে শানচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় শানচ্ প্রত্যয়ের 'শ' ও 'চ' ইৎ হয়, আন থাকে। 'আন' বিকল্পে 'মান' হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৬০) যেমন–

√দীপ্ + শানচ্ = দীপ্ + আন>মান = দীপ্যমান, দীপ্যমান + সুপ্ = দীপ্যমানঃ>দীপ্যমান (বাংলা রূপ)
√চল্ + শানচ্ = চল্ + আন>মান = চলমান, চলমান + সুপ্ = চলমানঃ>চলমান (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৫। ঋহলোর্ণ্যৎ (পা. ৩/১/১২৪)।

ণ্যৎ (ঘ্যণ্) প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে ঘ্যণ্ প্রত্যয় হয়। ঘ্যণ্ প্রত্যয়ের ঘ্, ণ্ ইৎ হয় এবং য-ফলা (্য>য) থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৩৩) যেমন–

√কৃ + ঘ্যণ = কৃ + য = ক্ + আর্ + য = কার্য, কার্য + সুপ্ = কার্যম্>কার্য (বাংলা রূপ)
√ধৃ + ঘ্যণ = ধৃ + য = ধ্ + আর্ + য = ধার্য, ধার্য + সুপ্ = ধার্যম্>ধার্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের পরিবর্তে বাংলায় ঘ্যণ্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

১৬। অচো যৎ (পা. ৩/১/৯৭)।

যৎ (য) প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ-কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১২৯) যেমন–

√দা + য = দা>দে + য > য় = দেয়, দেয় + সুপ্ = দেয়ম্>দেয় (বাংলা রূপ)
পরি- √মা + য = পরি-মা>মে + য>য় = পরিমেয়, পরিমেয় + সুপ্ = পরিমেয়ম্>পরিমেয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর য/য় প্রত্যয়ের স্থলে য-ফলা (্য) হয়। যেমন–

√গম্ + য = গম্ + য–ফলা (্য) = গম্য, গম্য + সুপ্ = গম্যম্>গম্য (বাংলা রূপ)
√লভ্ + য = লভ্ + য-ফলা (্য) = লভ্য, লভ্য + সুপ্ = লভ্যম্>লভ্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৭। নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ (পা. ৩/২/১৬৭)।

র প্রত্যয় : ধাতুর সাথে 'র' প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় র প্রত্যয়ই হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৬৮) যেমন–

√হিংস্ + র = হিংস্র, হিংস্র + সুপ্ = হিংস্রঃ>হিংস্র (বাংলা রূপ)
√নম্ + র = নম্র, নম্র + সুপ্ = নম্রঃ>নম্র (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৮। স্থেশভাসপিসকসো বরচ্ (পা. ৩/২/১৭৫)।

বরচ্ (বর) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে বর প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় বর প্রত্যয়ই হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ১৬৯) যেমন–

√নশ্ + বর = নশ্বর, নশ্বর + সুপ্ = নশ্বরঃ>নশ্বর (বাংলা রূপ)
√স্থা + বর = স্থাবর, স্থাবর + সুপ্ = স্থাবরঃ>স্থাবর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এভাবে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়েছে। যার ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দের গুরুত্ব ও ব্যবহার বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজ আমাদের উভয় ভাষার প্রত্যয় ও প্রত্যয়জাত শব্দ এবং শব্দের সঠিক বানান জানার জন্য প্রত্যয়ের জ্ঞান আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রত্যয়ের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এটি শুধু উভয় ভাষায় নতুন শব্দ গঠনই করে না শব্দের রূপ পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন, শব্দের বানান শুদ্ধ করা প্রভৃতি কাজ করে। তাই উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যয়ের অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রত্যয়সহ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের বিচার-বিশ্লেষণে অনেকটা শূন্যতা দেখা যায়। তাই এ শূন্যতা আজ সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়ে অনেকটা দূর করেছে। সংস্কৃতে প্রত্যয়ের নিয়ম বা সূত্র সুনির্দিষ্ট, কিন্তু সংখ্যায় অনেক। পক্ষান্তরে বাংলায় প্রত্যয়ের নিয়ম স্বল্প এবং সংখ্যায়ও অল্প । তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা প্রত্যয়কে পথ দেখিয়ে চলছে। তাই প্রত্যয়ের সঠিক নিয়ম-কানুন জানা থাকলে সহজেই প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় বা প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ করা যায়। এ প্রবন্ধটি উভয় ভাষার সকল পাঠক ও গবেষককে গাণিতিকভাবে পথ দেখাবে কীভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় ও প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ করতে হবে। আর এজন্য প্রত্যয়ের নিয়ম বা সূত্র সঠিকভাবে বুঝে বেশি বেশি দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) হাতে-কলমে চর্চা করা প্রয়োজন। প্রবন্ধটিতে উভয় ভাষার ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ, নিয়ম, দৃষ্টান্তসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটেছে শুধু শব্দের বিভক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলায় সে ব্যতিক্রম মুখ্য নয়। তবে আজ সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার শব্দগঠনসহ শুদ্ধ বানান লিখনে প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায় বলব প্রত্যয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উভয় ভাষার সম্মানও অক্ষুণ্ন থাকবে।

সহায়কপঞ্জি : (+ টীকা)

সংস্কৃত

১. পাণিনি [অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সম্পা.)] (২০১২)। *অষ্টাধ্যায়ী*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা

পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী :

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের মধ্যমণি পাণিনি। তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে অনেক মতভেদ লক্ষ করা যায়। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম কিংবা তারও বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম '*অষ্টাধ্যায়ী*'। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ার কারণে এই নাম। প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থটি সূত্রাকারে নিবন্ধ। সূত্রের মোট সংখ্যা ৩৯৯৬।

[উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে পাণিনির সূত্রগুলি উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

২. ড. বিশ্বরূপ সাহা (১৯৯৭)। *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*। সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলিকাতা
৩. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (২০০৩)। *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলকাতা

বাংলা

১. জ্যোতিভূষণ চাকী (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা
২. ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭)। *বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*। বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ
৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৩৮০)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা
৪. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০০২)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (২০০৩)। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*। মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা
৬. রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার, মাহবুবুল হক [সম্পা.] (২০১৮)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহরিক ব্যাকরণ*। বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা
৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯)। *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা
৮. সুকুমার সেন (২০১৫)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিকেশন প্রা. লি., কলকাতা

.....